দাদীর গাছের আম

মনজিলুর রহমান

(১৯৭১ এর একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

সেদিন ২৪ ডিসেম্বর , আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । হাড় কাঁপানো শীতল হাওয়া সাথে টিপ টিপিয়ে বৃষ্টি । সকাল থেকে সূর্যের মুখ দেখাই যায়নি । কাল ক্রিশমাস, যীশুখৃষ্টের জন্মদিন । আমেরিকান খ্রীষ্টানরা বেশ ঘটা করে এদিনটি পালন করে । রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, দোকান-পসার নানানরকম ঝিকমিকে বাতিতে আলোকিত । আবহাওয়া দফতর জানিয়ে আজ সন্ধ্যায় তুষারপাত হতে পারে । ইভিনিং শিফতে কাজ শেষে যখন বাড়ি ফিরছি ইতিমধ্যে তুষার পড়তে শুরু করেছে । মূহূর্তের মধ্যে রাস্তা - ঘাট, গাছ- পালা ধব ধবে সাদা হয়ে গেল । মনে হলো সাদা কম্বলে ঢেকে গেল ধরণী। সেই তুষারের

মধ্যেই খুব সাবধানে গাড়ি চালিয়ে আসছি ।এতটুকু অসাবধান হলেই বড় রকমের বিপদের আশংকা । গাড়ির উয়িংসীডে এত তুষার জমা হয়ে যায় যা উয়িংসীড ওয়াপারেও পরিস্কার হয় না । তাই মাঝে মধ্যে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে গ্লোবপড়া হাতে তা পরিস্কার করে সামনের দিকে এগুচ্ছি । গ্যারেজ খুলে যখন বাড়িতে ঢোকলাম ঘড়ির কাটায় তখন রাত বারোটা । ক্রিশমাস উপলক্ষে তিন দিন ছুটি । কাজে যাওয়ার তাড়া নেই। ডিনার শেষে টিভিটা অন করে সোফায় গা এলিয়ে বসে পড়লাম । টকিং ঘড়িটা একবার ডং করে বেজে বলল ; টু এ , এম । নিরব , নিথর আটলান্টা নগরী । তুষার ভেজা রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে । শুধু জেগে আছি আমি । আর আমার সাথে পাশের হাইওয়ে আই-৮৫ । সে কখনও ঘুমায় না ।এত তুষা রের মাঝেও ভো ভো , সো সো , করে বাস , ট্যাক্সি , গাড়ি , লরিগুলো চলে যাচ্ছে আপন গন্তব্যে । বেডে ঘুমাতে যাব ঠিক এসময়ে টেলিফোনের রিংটা বেজে উঠল । হাত বাড়িয়ে ফোন ধরতেই লাইনটা কেটে গেল । কলার আইডি সার্চ করে দেখি বাংলাদেশের কল । ছোটভাই মনি কল করেছে । সে ভিষন হি সেবী নিজের প্রয়োজনে কল করবে ফোনে বিল তুলবে না , বিলটা দিতে হবে আমার ।কল ব্যাকের সংকেত দিয়েই

লাইনটা কেটে দিল । কল ব্যাক করলাম ।

হ্যালো হ্যালো ?

ইথারের ওই প্রান্ত থেকে জবাব আসে, সেজেভাই আমি মনি । খবর শুনেছেন ?

তার এই খবর শুনেছেন শব্দটি যেন আমার গা ছম ছম করে উঠল । মা আমার অশীতিপর জননী । প্রায়ই খবর আসে এই ভালো , এই ভালো নয় । মায়ের একটি দুঃসংবাদ শুনতে আমি মোটেই প্রস্তুত নই । তাই এক রকম চিৎকার করেই জিজ্ঞেস করলাম ;

মা , মা কেমন আছে ?

হ্যাঁ মা ভালো আছে । আমাদের মোটা বু (দাদী) গতকাল ইনতেকাল করেছেন।

বাড়ির আর সব খবর ভালো তো গত মাসে যে টাকা পাঠায়েছি পেয়েছিস ?

হ্যাঁ পেয়েছি । বাড়ির সবে ভাল । বুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পার্বতীপুর থেকে আজ সকালে মিয়াভাই বাড়ি এসেছে ক' দিন থাকবে হয়তো । এই বলে সে টেলিফোন রেখে দিল ।

গ্রামের নাম টেংরাখালী। মা, মাটি ও আমার নাড়ির সম্পর্ক এই গ্রাম । নারকেল সুপারী বন বীথির ছায়াঘেরা বলেশ্বর নদীর তীর ছোয়া সবুজ শ্যামল একটি গ্রাম । হযরত খানজাহান আলী (রাঃ)র পূর্ণভূমি দক্ষিণবঙ্গ বাগেরহাট জেলাধীন কচুয়া উপজেলায় এর অবস্হান । উত্তর ও পূর্বে বলেশ্বর নদী । নদী পার হলেই বরিশাল জেলা (বর্তমান পিরোজপুর) পশ্চিমে কচুয়া সদর এবং দক্ষিণে গোপালপুর ইউনিয়ন । প্রচলিত আছে আমাদের এ গ্রামটি কোন এক সময় সুন্দরবনেরই একটি অংশ ছিল । গ্রামের কোথাও গভীর পুকুর বা দীঘি খনন করলে তার তলদেশে এখনো সুন্দরী গাছের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

এখান থেকে বঙ্গোপসাগরও ছিল বেশ নিকটে । সুন্দরবনের মাঝদিয়ে তরতর করে একটি খাল বলেশ্বর নদীতে গিয়ে পড়েছে । যার নাম খুটাখালী । কথিত আছে , ফরিদপুর জেলার মাইটকামড়া থেকে নকু সিকদার ও রফি সিকদার নামে দুই সহোদর সুন্দরবনে কাঠ কাটতে এসে এ এলাকায় থেকে যান । পরবর্তীতে তারা ওই খালের দুই পাড়ে দু'ভাই বসত বাড়ি গড়ে তোলেন । এ ভাবেই আমাদের পূর্ব পুরুষদের এ অঞ্চলে গোড়া পত্তন । এলাকায় এ দু'টো বাড়ি এখনও পুরান বাড়ি নামে পরিচিত। খালের পশ্চিমপাড়ে যে সিকদার বাড়িটি এ বাড়িতেই আমার জন্ম । এ দু'বাড়ি থেকেই এলাকায় আদমের ডালপাল ছড়িয়েছে । বাংলাদেশ ছাড়িয়ে একটি ডাল সম্প্রতি সুদূর আমেরিকাতেও পৌছেছে।আমাদের সেই পুরাতন বাড়িতে এখনও আটটি শরীকের বাস।আটটি শরীক যেন একটি পরিবার । আপদে বিপদে একে অপরেরর সাথী । চাচা -ফুফু, চাচাত -ফুফাত ভাইবোন মিলায়ে এক ঝাঁক ছেলে মেয়ে । আমার বাপ-চাচারা তিন ভাই আমরা নিজেরাই প্রায় ১৮/ ২০জন কাজিন। এর পরে অন্যান্য শরীকতো রয়েছে।

আমাদের এই কাজিন মহলে বাড়ির একেক জনের একেকটা বিশেষ ডাকনাম বা পরিচিতি আছে । বিশেষ করে দাদা দাদীদের । এক দাদী আছেন বেশ ফর্সা এবং রাজরাণী রাজরাণী ভাব । আমরা তাকে ডাকি ধলা বু, কেউ কেউ আবার সাদা বুড়ীও বলে থাকে । গ্রাম্য এলাকায় দাদীকে অনেকে বু বলে ডেকে থাকে । আর যে দাদীর মৃত্যু সংবাদ পেলাম তিনি ছিলেন বেশ মোটা সোটা হাতির মত ধপ ধপ করে মিনমিনিয়ে চলতেন। তাকে আমরা ডাকতাম মোটা বু । আরেক দাদী ছিলেন ছোটখাট পাতলা ধরনের তিনি গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে , তার নাম ছিল চুনচুনে দাদী । চুনচুনে নাম দেওয়ার আরো একটা কারণ থাকতে পারে তিনি সর্বদা পান চিবুতেন এবং তার আঙ্গুলে সর্বদা চুন লেগে থাকত ।

মোটা দাদীর কথা স্মরণে আসতেই মনে পড়ে যায় সেই '৭১ এর ছেলেবেলার স্মৃতি , যে স্মৃতি আমার হৃদয়ে আজ করুণ হয়ে ভাসে । আট/ দশ বছরের দস্যি বালক আমি । সবার দুঃখে দুঃখী , আনন্দে হাসি ভাগাভাগি করে নেবার জ্ঞান-বুদ্ধি তখনও হয়নি আমার । মুক্তিযোদ্ধা , রাজাকার , আলবদরের পার্থক্য অতটা বুঝতাম না । তবে মু ক্তিযোদ্ধাদের আপনজন বলেই জানতাম । যেহেতু আমার বাপ-চাচা প্রতিবেশীদের দেখতাম মুক্তিযোদ্ধা দেখলে তাদেরকে যত্নখাতির করত । ঘর থেকে চিড়া , মুড়ীসহ বিভিন্ন খাবার বের করে দিত , ডাবগাছ থেকে ডাব পেড়ে খাওয়াত । আর রাজাকারদের আগমন দেখলেই যত্নদূরে থাক সবে বাড়ি ছেড়ে পালায়ে যেত । তাতেই বুঝতাম মুক্তিযোদ্ধারা আপনজন । রাজাকারদের প্রতি আমার প্রথম ঘৃনা জন্মে যে দিন খালের চরে চরটেংরাখালীর জনৈক হাবিবের লাশ পড়ে থাকতে দেখি। দিনটি ছিল সোমবার কচুয়া হাটের দিন। হাট থেকে সওদা নিয়ে বাড়ি ফিরছিল হাবিব। বিপরিত দিক থেকে একদল রাজাকার অপারেশন শেষে কচুয়ায় ক্যাম্পে ফিরছিল পথিমধ্যে তাকে পেয়ে বিনাকারণে গুলি করে হত্যা করে ফেলে দেয় খালের চরে ।

১৯৭১ চারিদিকে যুদ্ধের ঘনঘটা। বাংলার আনাচে কানচে স্বাধীনতার অন্দোলন । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ৭ মার্চ ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে ঘোষণা দিলেন ;

"প্রত্যেক গ্রামে , প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামিলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল । এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক ।
মনে রাখবা , রক্ত যখন দিয়েছি আরো দেব । এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম , এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ।"

বঙ্গবন্ধুর আহবানে বাংলার মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল । স্কুল- কলেজ,কোর্ট-কাচারী, অফিস -আদালত অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল । আমি তখন স্থানীয় টেংরাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র । স্কুল বন্ধ , লেখা পড়ার চাপ নেই । আহা কি মজা ! বয়স্করা পালিয়ে বেড়ায় , অনেকেই দেশ মুক্তি আন্দলনে যোগ দিয়েছে । দেশপ্রেমি মানুষগুলো পালিয়ে গেল ভারতে যুদ্ধ কৌশল রপ্ত করতে । আর সুবিধাবাদী লোকগুলো নাম লেখাল রাজাকারে । আমরা দস্যিছেলেরা ঘুরে বেড়াতাম মাঠে ময়দানে । হা -ডু -ডু , ডাংগুলি আর মার্বেল খেলায় সময় কাটাতাম । মাঝে মাঝে কারো গাছের বাতাবী লেবু পেড়ে নাড়ার আগুনে সেকে নরম করে বানাতাম ফুটবল । খেলার ফাঁকে আবার খুঁজে ফিরতাম কার গাছের মৌসুমী ফল বড় হয়েছে । কার গাছের আম, জাম মিষ্টি ।

আমাদের মোটা দাদীর ঘরের পিছনে ছিল একটি বাঁকা আম গাছ । গাছে আমও ধরত প্রচুর । গুটি থেকে শুরু করে পাকা অবধি আম গুলো ছিল দারুণ মিষ্টি । কাঁচা থাকতেও টকের বালাই ছিল না সে আমে । আমাদের সবার লক্ষ্য ছিল দাদীর গাছের ঐ আম । আর দাদীও নিরবচ্ছিন্ন নজর রাখতেন তার আম গাছের দিকে । কেউ গাছের তলায় গেলে অমনি বাঁশের কঞ্চি উঁচিয়ে তেড়ে আসতেন তার মুখে প্রায়ই একটি বাক্য শুনতাম ;

কেডারে আমার গাছের গোড়ায় , তোরে আমি আম

খাওয়াইতাছি ।

আমরাও ভোঁ করে দৌড়, এক দৌড়ে বুড়ীর নাগালের বাইরে ।

এক দিনের ঘটনা : আমি খুব গাছে চড়তে পারিনা । প্রতিবেশী বালকেরা গাছে চড়ে আর আমি তাদের সঙ্গ দেই । একদিন লক্ষ্য করলাম দাদীর ঘরের দরজা বন্ধ কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই । দাদাভাইও বাড়িতে নেই , কোথাও হয়ত বেড়াতে গেছেন। দাদাকে আমরা খুব একটা ডর করতাম না । তিনি চোখে একটু কম দেখতেন কেউ গাছে চড়লে তার সাড়া পেলে গাছের সাথে পেটটাকে চেপে ধরে চুপ করে থাকলে তি নি উপলব্ধি করতে পারতেন না যে গাছে কেউ আছে। তাছাড়া তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানুষ । আমাদের কর্মে খুব একটা বাঁধা তিনি দিতেন না । যাই হোক, সবাই গাছে চড়ে আমারও শখ হলো গাছে চড়ার । বুকে ভর দিয়ে গাছটা জড়ায়ে ধরে অনেক কষ্টে গাছে চড়েছি। একটা আম তুলব ঠিক এমন সময় দেখলাম খানিকটা দূরে বোরকা পরিহিতা এক মহিলা আমাদের দিকে আসছে। যেহেতু বোরকা পড়া তাকে আবিস্কার করা যাচ্ছিল না কে ঐ আগন্তুক ? আমাদের কাছে আসতে না আসতেই বোরকার আড়াল থেকে বেড়িয়ে এলো দাদী । আর কি যে যার দৌড় । তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নামতে গিয়ে আমার বুকের ছাল চামড়া উঠে রক্ত বেরিয়ে এলো । আর কোনদিন ভুলেও গাছে চড়ার চেষ্টা করিনি । তাই বলে আমাদের আম চুরির অভিযান থেমে থাকেনি । প্রতিবেশী মনা, রুস্তম, মজি , আবু গাছে চড়ত আর আমি কুড়াতাম।

আমার আজও ঠিক মনে আছে ; গাছে আম দু' একটা কেবল পেকে উঠেছে । শুক্রবার , জুমার নামাযের দিন। এপ্রিলের মাঝামাঝি হবে । ঐদিন কচুয়ায় প্রথম রাজাকার আসে । তারা এসে সি ও অফিস (বর্তমান উপজেলা সদর) দখল করে নেয় । সি ও সাহেবকে বাসা থেকে বের করে দিয়ে রাজাকারের কমান্ডার মনিরুজ্জামান সে বাসায় ওঠে । বাবার সাথে মসজিদে নামায পড়তে গেয়েছি । মুসল্লীরা সবে শংকিত মুখে টা শব্দ নাই । নামায শেষে নিরবে নিরানন্দে যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল । আমিও বাবার পিছে পিছে বাড়ির দিকে ফিরছি । আমি আবিস্কার করলাম কতিপয় বালক-বা লিকা দাদীর আম গাছ থেকে মহানন্দে আম চুরি করছে । দু'টো বালক গাছ থেকে আম নীচে ফেলছে আর বেশ ক'জন তা কুড়াচ্ছে । দাদীর ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দরজাটা ভেজানো । ঘরের মধ্যে মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে । এক দৌড়ে সেখানে গেলাম । আমি উচ্চস্বরে ডাক দিলাম ;

বু , ওবু তোমার গাছের আম কারা যেন পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে -- -- - ।

আমার হাঁক শুনে ভেজানো দরজা থেকেই জবাব এলো ,

যাউক । কৌচকায় নাকি রেজাকার আইছে । কার আম কেডা খায় ? অদো তোমার ওহানে যাওয়ায় কাম নেই । জলদি ঘরে যাও । মা বুনডিগো লইয়া পলাও । *(যাক গে । কচুয়ায় নাকি রাজাকার এসেছে , কার আম কে খায় ? ও দা' তোমার সেখানে যাওয়ার দরকার নাই । তাড়াতাড়ি ঘরে যাও । মা বোনদের নিয়ে পালাও ।)*

আমি জবাব দিলাম , আমি তো বাবার সাথে মসজিদে গিয়ে ছিলাম । রাজাকার আসছে তাতে কি হয়েছে ?

দাদী : ওরা খারাপ , ভিষন খারাপ । মানুষ খুন করে , ঘরবাড়ি জ্বালায়ে পোড়ায়ে দেয় , লুটপাত করে , যোয়ান মাইয়াগো ধইরগা নিয়া যায় , আরো কত কি ?

তাই বুঝি ? যুবতি মেয়েছেলে ধরে নিয়ে যায় তাতে তোমার ভয় কি ?

ওরে বাইডি (ভাই) , তাদের মধ্যে বুড়া রাজাকার আছে না !

বলতে বলতে দরজা খুলে হামিদা ফুফুর হাত ধরে টানতে টানতে দাদী ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে । হামিদা ফুফুর বয়স তখন ১৬ বা ১৮ । কৈশোরের বেড়া ডিঙিয়ে কেবল যৌবনে পা দিয়েছে ।

দৌড় উদ্যতবস্থায় আমার বাবাকে চিৎকার দিয়ে বলল ;

ও খালু , তুই এহনও দাড়াইয়া আছিস ? ঘরে যা ছাল মাইয়া গুলা নিয়া সইরগা পড় । শালারা আমাগো বাড়ি যদি আইসকাই পড়ে তাইলে তো সব জ্বলাইয়া পোড়াইয়া দেবে । কারে ধরে , কারে মারে । তার চাইতে আগে ভাগে জানগুলা লইয়া পলাইয়া যাওয়াই ভাল । *(ও খালু , তুই এখনও দাড়ায়ে আছিস ? ঘরে যা ছেলে মেয়েদের নিয়ে সরে পড় । শালারা যদি আমাদের বাড়ি এসেই পড়ে তাহলে তো সব জ্বালায়ে পোড়ায়ে দিবে ।কাকে ধরে কাকে মারে । তার চেয়ে আগে ভাগে জীবনগুলো* নিয়ে পালাইয়া যাওয়াই ভাল ।) '' হে আল্লাহ ! তুমি ঐ ইবলিসের বাচ্চাদের হাত থেকে আমাদের জান মাল রক্ষে করো মাবুদ , রক্ষে করো ।

আমার বাবার নাম আব্দুল খালেক । তার চাচা-চাচীরা আদর করে ডাকতেন খালু ।

দাদীর কান্ড দেখে বাবা ছিল নিরুত্তর। মনে হয়েছিল সেও ছিল ভীতসন্ত্রস্ত । আমার হাত ধরে আচমকা টান দিয়ে বলল ,

এদিকে আয় , চল ঘরের দিকে যাই ।

বাবার সাথে ঘরে ফিরতে আমার মোটেও মন চাই ছিল না ।তার প্রতি আমার দারুণ রাগ হচ্ছিল । ইচ্ছে করছিল দৌড়ে গিয়ে গাছ তলা থেকে অন্তত একটা আম কুড়ায়ে নিয়ে আসি । যদি রাজাকার এসেই পড়ে আম তো আর পাওয়া যাাবে না ।

১২/০১/০৭
আটলান্টা , জর্জিয়া

লেখকের ই-মেইল :
rupshaenterprise@gmail.com